০৭-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জীবন হল সবথেকে মূল্যবান। এই জীবনেই তোমাদেরকে কড়ি থেকে হিরেতুল্য হতে হবে। তাই যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ কর।"

প্রশ্নঃ- কোন্ বিষয়ের প্রতি সতর্ক না থাকার কারণে পুরো রেজিস্টার-ই খারাপ হয়ে যায়?

উত্তরঃ- যদি কাউকে দুঃখ দিয়ে দাও তাহলে সেই দুঃখ দেওয়ার জন্য রেজিস্টার খারাপ হয়ে যায়। এই বিষয়ে অনেক সতর্ক থাকতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অর্থ নিজেকেও দুঃখী করা। বাবা তো কখনো কাউকে দুঃখ দেন না। তাই বাচ্চাদেরকেও বাবার সমান হতে হবে। ২১ জন্মের রাজ্য ভাগ্য নেওয়ার জন্য - ১) পবিত্র হও এবং ২) মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কখনও কাউকে দুঃখ দিও না। ঘর-গৃহস্থেও খুব মিষ্টি ব্যবহার কর।

গীতঃ- ভাগ্যকে জাগিয়েই এসেছি...

ওম্ শান্তি। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা কেমন ভাগ্য বানিয়ে এসেছি। এখন নতুন দুনিয়ার জন্য আমরা আমাদের ভাগ্য বানাচ্ছি। তোমরা এও জানো যে দুনিয়ার মানুষ শারীরিক লড়াইতেই মত্ত, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে আধ্যাত্মিক যুদ্ধের যোদ্ধা। নতুন দুনিয়ার মালিক হওয়ার জন্য এবং রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হওয়ার জন্য তোমরা লড়াই করছ। বাবা এখন সামনে বসে বোঝাচ্ছেন, তাই সঠিক বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু বাইরে বেরোলে কত ভালো ভালো পয়েন্টও ভুলে যাও, একদম নিস্তেজ হয়ে যাও। বাবা শ্রীমৎ দেন, নতুন দুনিয়ার স্বরাজ্য দেন। 'স্ব' অর্থাৎ আত্মা বলে যে আমি আগে গাধার মত ছিলাম, এখন রাজত্ব পাচ্ছি। গাধা কেন বলা হয়? গাধার উদাহরণ দেওয়া হয় কারণ হল গাধাকে সাজিয়ে ধোপারা তার ওপর কাপড়ের পুঁটলি রাখে। মাটি দেখতে পেলেই গাধা শুয়ে যায়। এখানেও বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে স্বরাজ্য দেওয়ার জন্য। তিনি বাচ্চাদেরকে সাজাচ্ছেন। কিন্তু চলতে চলতে বাচ্চারা মায়ার ধুলায় পড়ে গিয়ে সমস্ত সজ্জাকেই নষ্ট করে দেয়। বাচ্চারা বোঝে যে বাবা আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে সাজাচ্ছেন। কিন্তু মায়া এতই প্রবল যে আমরা ধুলায় পড়ে গিয়ে সেই সজ্জাকে খারাপ করে দিই। সবথেকে খারাপ ধুলা হল বিকার। তোমাদের এই লড়াই আসলে বিকারের সাথে। বাবা বলেন, কাম বিকার হল মহাশত্রু। কিভাবে শত্রু হয়েছে তা কেউই জানে না। বাবা আমাদেরকে স্বরাজ্য দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন হারিয়ে ফেলেছি। তাই বাবা এসে এই বিকারের ওপর বিজয়ী হওয়ার যুক্তি বলছেন। তোমাদের লড়াই বাস্তবে কাম বিকারের সঙ্গে। বাবা বলছেন, এখন তোমরা কামী থেকে নিষ্কামী হও। নিষ্কাম মানে কোনো কামনা না থাকা। যার মধ্যে কোনো বিকার নেই তাকেই নিষ্কামী বলা যাবে। বাবা এই কাম বিকারের বিরুদ্ধে জিৎ প্রাপ্ত করান। কেউ জানেই না যে রাবণ-রাজ্য কবে থেকে শুরু হয়েছিল। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের খুব নোংরা নোংরা চিত্র লাগায়। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে দেবতারা বামমার্গে যাওয়ার ফলেই মানুষ পতিত হয়েছে। এখন তোমরা কামী মানুষ থেকে নিষ্কামী দেবতা হচ্ছ। তোমাদের এই যুদ্ধ একেবারে আলাদা। বাবা এই পতিত দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আনছেন। এটা হল বিষয় বৈতরণী নদী। তোমাদের এই জীবন হল সব থেকে মূল্যবান। এই জীবনেই তোমাদেরকে কড়ি থেকে হিরেতুল্য হতে হবে। সবকিছুই বুদ্ধির বিষয়। তোমাদেরকে বাবার স্মরণে থাকতে হবে। আজকাল তো মানুষকে মেরে ফেলার জন্য কত বোমা বানিয়েছে। কিন্তু মানুষ তো কোনো দোষ করেনি। আগেকার দিনে লড়াই

সর্বদা শহরের বাইরে কোনো ময়দানে হত। পরে বিজয়ী হয়ে শহরের মধ্যে আসত। কিন্তু আজকাল তো যত্রতত্র বোমা ফেলে দেয়। বাচ্চাদেরকে কোথাও আসা-যাওয়া করতে হলে নিজে বাবার স্মরণে থেকে অন্যদেরকেও স্মরণ করাতে হবে। তোমাদের অনেক শাখা খুলতে থাকবে। তোমরা বাচ্চারাই বোঝ যে আসলে কি দান করা উচিত। উত্তমের থেকেও উত্তম দান হল এই জ্ঞান রত্নের দান। তোমরা ঘরে ঘরে এই হাসপাতাল খুলে দাও। তোমাদের এই হাসপাতালে ওষুধপত্র কিছুই নেই, কেবল বাবার পরিচয় দিতে হবে। বলতে হবে, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ কর। এমন নয় যে এক জায়গায় বসে যেতে হবে। কেউ যদি স্মরণ না করে তখন তাকে সংগঠনের মধ্যে বসানো হয়। সংগঠনে শক্তি পাওয়া যাবে। বলা হয় সৎসঙ্গে স্বর্গবাস এবং অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। কিন্তু বাইরে গেলে আবার ভুলে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণ কর। স্মরণের চার্ট রাখ। ভারতের প্রাচীন রাজযোগ সুপ্রসিদ্ধ। অনেক জায়গাতেই যোগের আশ্রম রয়েছে। কিন্তু সব জায়গাতেই হঠযোগ শেখায়, এর দ্বারা কোনো লাভ হয় না। এইসব যোগকে হঠযোগ বলা হয়। কোনো মানুষ কখনো মানুষকে রাজযোগ শেখাতে পারেনা। বিদেশে যায় ভারতের প্রাচীন রাজযোগ শেখাতে। কিন্তু ওরা সবাই ঠকবাজ। তোমাদের এই সন্ন্যাস-ই হল সর্বোত্তম সন্ন্যাস। তোমরা পুরাতন দুনিয়ার সন্ন্যাস কর যা বাবা এসেই শেখান। বাবা বলেন - বুদ্ধির দ্বারা পুরাতন দুনিয়ার সন্ন্যাস কর। তোমাদেরকে ঘর-গৃহস্থে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। ৫ বিকারের সন্ন্যাস করতে হবে। এর জন্য যুক্তিও বলা হয়। মাথার ওপরে অনেক জন্মের পাপের যে বোঝা রয়েছে কিংবা এই জন্মে যেসব পাপ করেছ সেইসব পাপের বিনাশ কিভাবে হবে? সেইসব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে হবে? বাবা বলছেন - বাচ্চারা, প্রতি কল্পেই তোমাদেরকে বোঝাই যে বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং স্ব-দর্শন চক্রও ঘোরাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে স্ব-দর্শন চক্র ঘুরতে থাকে। এই চক্রের দ্বারাই তোমাদের সকল পাপের বিনাশ হয়ে যায়। স্ব-দর্শন চক্রের কতই না মহিমা। কিন্তু ওরা দেখিয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ স্ব-দর্শন চক্র চালিয়েছে এবং এর দ্বারা অনেকের মৃত্যুও হয়েছে। ওইগুলো হল অসঙ্গতিপূর্ণ গল্পকথা। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এর অর্থ বোঝানো হয়।

বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝান - কখনো কাউকে দুঃখ দিও না। বাবা কখনো কাউকে দুঃখ দেন না, তাই বাচ্চাদেরকেও এইরকম হতে হবে। অন্যকে দুঃখ দেওয়ার অর্থ নিজেকে দুঃখ দেওয়া। কাউকে দুঃখ দিলে নিজের খাতাকেই খারাপ কর। এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। এমন কোনো পাপ কর্ম করা উচিৎ নয় যার জন্য রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে। বাচ্চারা লেখে - বাবা, আজ আমার দ্বারা এই ভুল হয়ে গেছে, অমুক ব্যক্তির ওপর ক্রোধ করেছি, আজ আমার পদস্খলন হয়েছে। অনেকে লেখে - বাবা, আমার এর প্রতি মোহ আছে। এইরকম অনেক রিপোর্ট আসতে থাকে। তখন তাদেরকে বোঝানো হয়। তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে - বাবা, তুমি যখন আসবে তখন আমি তোমার সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখব। নষ্টমোহ হয়ে যাব। সন্ন্যাসীরা তো সবকিছু ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তাতে প্রাপ্তি তো কিছুই হয় না। তোমাদের প্রাপ্তি অনেক, তাই সম্পূর্ণ নষ্টমোহ হতে হবে। কেবল বাবার প্রতি ভালবাসা রেখে তাঁকেই স্মরণ করতে হবে। এইরকম অনেক বাচ্চা আছে যাদের বাবার প্রতি ভালোবাসায় চোখে জল চলে আসে আর ভাবে যে এইরকম বাবার থেকে আমি দূরে কেন আছি? সর্বদা কেবল শিববাবার সাথেই যুক্ত থাকি। এখানে অনেক প্রাপ্তি। দুনিয়ার সৎসঙ্গে কত মানুষ যায়। কিন্তু প্রাপ্তি তো কিছুই নেই। ওরা কাউকে এইভাবে বোঝায়ও না যে কাম বিকার হল মহাশত্রু। মানুষ তো কখনো মানুষকে রাজযোগ শেখাতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, কেউ হয়তো অল্পকালের সুখের জন্য রাজা হয়। গরিবদেরকে অনেক দান-পূণ্য করলে কোনো রাজার ঘরে জন্ম

হয়। এখানে তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য ভাগ্য পাচ্ছ। বাবা বলছেন - ১) পবিত্র হও এবং ২) মন-বাণী-কর্মের দ্বারা কাউকে দুঃখ দিও না। নাহলে শাস্তি খেতে হবে কারণ এখানে ধর্মরাজও আছেন, যিনি হলেন বাবার ডানহাত। তোমাদের রেজিস্টারও খারাপ হয়ে যাবে। তখন অনেক শাস্তি খেতে হবে। মুখ দ্বারা কিছু বলা হলে কিংবা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো খারাপ কর্ম করলে সেটা কর্মণা হয়ে গেল। বাবা বোঝাচ্ছেন যে এইরূপ কর্মের মধ্যে যেও না। তুফান হয়তো আসবে কিন্তু তোমাদেরকে অনেক মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধান্বিত ব্যক্তির সাথে ক্রোধ করো না, হাসি মুখে থাক। ক্রোধের বশে মানুষ গালাগালি দেয়। বোঝা যায় যে তার মধ্যে ক্রোধের ভূত প্রবেশ করেছে। তখন তাকে জ্ঞানের দ্বারা বোঝানো হয়। ঘর-গৃহস্থেও তোমাদের ব্যবহার খুব মিষ্টি হওয়া উচিত। অনেকের সম্বন্ধে বলা হয় যে এর মধ্যে তো আগে অনেক ক্রোধ ছিল কিন্তু এখন ব্যবহার অনেক মিষ্টি হয়ে গেছে। মহিমা করা হয়। কেউ কেউ আবার পবিত্রতার কথা মানতে পারেনা, বলে যে তাহলে সৃষ্টি কিভাবে চলবে। আরে, সন্ন্যাসীরাও তো বিকারে যায় না, কিন্তু তাদেরকে তো কিছু বলো না। পবিত্র হওয়া তো ভালো, তাই না? এখানে তো ঘর বাড়িও ত্যাগ করতে বলা হয় না। সকলের সঙ্গে খুব মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। কেবল বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। তিনি হলেন রচয়িতা, আর আমরা হলাম রচনা। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। ভাইয়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায় না। এইরকম গায়নও করা হয় যে আমরা সবাই ভাই-ভাই। তাহলে নিশ্চয়ই বাবাও একজনই । বাবা না থাকলে ভাইরা আসবে কোথা থেকে। এখন দেখ, তোমরা কিভাবে ভাই-বোন হয়েছ। ঠাকুরদাদার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। আমরা হলাম মুখ-বংশাবলী। প্রজাপিতার গায়নও করা হয়। যখন এতজন প্রজা আছে, তাহলে নিশ্চয়ই তাদেরকে দত্তক নেওয়া হয়েছে। বিকারের দ্বারা তো সৃষ্টি হতে পারে না। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবতা হবে। এইভাবে তোমরা বাজুলি (ডিগবাজি) খেলছ। এই চক্র আবর্তিত হতে থাকে, একে নতুন রচনা বলা হয়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের ভাগ্য এখন ভালো হচ্ছে। নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য এসেছ। এটা হল এম অবজেক্ট (লক্ষ্য)। তোমরা এখন লক্ষ্মী-নারায়ণ হচ্ছ। চিত্র তো সামনেই আছে। তাহলে এইরকম কেন বলে যে সাক্ষাৎকার হলে তবেই মেনে নেব। আরে, তোমার বাবা যদি মারা যায় তাহলে তো তার চিত্রই দেখবে, তাই না? এমন তো নিশ্চয়ই বলবে না যে বাবা যদি বেঁচে যায় অথবা যদি বাবার দর্শন পাই তবেই মানব। বাবার দর্শন পেতে হলে তীব্র ভক্তি কর, তাহলে বাবা সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার হলে প্রাপ্তি কি হবে? এখানে তো তোমাদের সাক্ষাৎকার হয় যে তোমরাই দেবী-দেবতা এবং রাজকুমার-রাজকুমারী হবে। এইসব তো বোঝার ব্যাপার। তোমাদেরকে এই আনন্দেই থাকতে হবে। তোমরা জানো যে এখনও রাজধানী স্থাপন হয়নি। তাই এখন লড়াই লাগবে না। এখনো তো কর্মাতীত অবস্থা হয়নি। তোমরা দেখবে যে অলিতে-গলিতে এই রুহানি (আধ্যাত্মিক) হাসপাতাল খোলা হবে। বাবাও বুদ্ধির তালা খুলতে থাকবেন। ব্রাহ্মণদের বৃদ্ধি হতে থাকবে। ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবতা হবে। তোমাদের মধ্যে শক্তিও আসতে থাকবে। এখন ভাষণ করলে হয়তো দু-একজন বেরিয়ে আসে, এরপর ৫০-১০০ জন আসবে। পুরুষার্থ করতেও শুরু করবে। এইরকম তো হতেই হবে, তাই না? ঘর-গৃহস্থেও থাকতে হবে। ত্যাগ করার দরকার নেই। কাউকে তো ঘর থেকে বের করে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে খুব নষ্টমোহ হতে হবে। তাই বাবা খুব সতর্কতার সঙ্গে আশ্রয় দেন। নাহলে এখানে আসার পর সমস্যার সৃষ্টি করবে। বাচ্চাদেরকে খুব মিষ্টি হতে হবে। তোমাদের এই জ্ঞান হল গুপ্ত। কানে কানে মন্ত্র দেওয়া হয়, তাই না? তোমরাও সবাইকে বলো যে শিববাবাকে স্মরণ কর। ভবিষ্যতে কেবল এটা বললেই মানুষের বুদ্ধিতে বসে যাবে এবং পুরুষার্থ করতে আরম্ভ করে দেবে। ঝাড় (বৃক্ষ) ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। বাচ্চাদেরকে অনেক পুরুষার্থ

করতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। ক্রমানুসারে তৈরি হয়। সকলে তো একই রকম হয় না। সত্যযুগে সবাই পবিত্র হবে। ওখানে দুঃখের নামও থাকবে না। দীপমালা হবে। 7দশহরা হয় সঙ্গমযুগে। ওখানে তো সর্বদাই দিওয়ালি। দিওয়ালির অর্থ হল সকল আত্মার জ্যোতি জাগ্রত হওয়া। এমন না যে সত্যযুগে কেউ দীপ জ্বালিয়ে দীপাবলি পালন করবে। না, ওখানে যখন রাজ্যাভিষেক হবে তখন উৎসব পালন করবে। এইসব হল জ্ঞানের বিষয়। সেখানে প্রত্যেক আত্মাই শুদ্ধ এবং পরিচ্ছন্ন হয়। ওখানে সকলেই পবিত্র হবে। তোমরা এখন আলোক পেয়েছ। যেমন বাবার কাছে জ্ঞান আছে, সেইরকম তোমাদের কাছেও জ্ঞান রয়েছে। ওখানে তো সকলেই পবিত্র হবে। তাই কেবল খুশি আর খুশি থাকবে। বাবা বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন, ভয় পেলে চলবে না। তোমাদের এই লড়াই একেবারে আলাদা। তোমাদের এই লড়াই হল পুরাতন শত্রু রাবণের সাথে। মায়ার বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে তোমরা জগৎজিৎ হও। বাবা তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের মালিক হতে পারে না। এখন খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট আছে। বিনাশ অতি নিকটে। আগের কল্পের মতোই আমরা গুপ্ত ভাবে রাজযোগ শিখছি। এটা এতই গুপ্ত পাঠ যে এর সম্মন্ধে কেউই কিছু জানে না। কেবল যারা আগের কল্পে রাজ্য ভাগ্য নিয়েছিল তারাই পুনরায় নেবে। তারাই পুরুষার্থ করবে। যত তোমরা রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে, ততই তোমরা স্মরণের দ্বারা শক্তি পেতে থাকবে। বাচ্চাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা সেবা করতে করতে ক্লান্ত হয়ো না, কোটিতে কেবল কয়েকজনই আসবে। কিন্তু মায়ার থাপ্পড় লাগার ফলে ফেল (অকৃতকার্য) হয়ে যায়। মায়াও সর্বশক্তিমান এবং বাবাও হলেন সর্বশক্তিমান। মায়াও তো অর্ধেক কল্প জিতে নেয়। তাই বাবাকে স্মরণ করতে হবে এবং শ্রীমৎ নিতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) কেবল বাবার প্রতিই সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। বাকি সবার প্রতি নষ্টমোহ হতে হবে। মুখ কিংবা কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করা উচিৎ নয়। রেজিস্টারকে সবসময় ঠিক রাখতে হবে।

২) সেবার ক্ষেত্রে ক্লান্ত হওয়া উচিৎ নয়। নিজের সময় অপচয় কোরো না। ঘরে ঘরে রুহানি (আধ্যাত্মিক) হাসপাতাল খুলে সবাইকে স্মরণের ঔষধ দিতে হবে।

বরদান:- নিজের সূক্ষ্ম চেকিং দ্বারা পাপের বোঝাকে সমাপ্ত করে সমান অথবা সম্পন্ন হও।

কোনো অসত্য বা ব্যর্থ বিষয় নজরে আসলে কিংবা কানে এলে, যদি তাকে শোনার পর অন্তর্লীন না করে বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে দাও তাহলে ব্যর্থ বিষয়কে ছড়িয়ে দেওয়াটাও হল পাপের-ই অংশ। এই ধরণের ছোট ছোট পাপ উড়ন্ত কলার অনুভবকে সমাপ্ত করে দেয়। এই ধরণের কথাবার্তা যে শোনে তারও পাপ হয় এবং যে শোনায় তার আরও বেশী পাপ হয়। তাই সূক্ষ্ম চেকিং করে এই ধরণের পাপের বোঝাকে সমাপ্ত করলেই বাবার সমান বা সম্পন্ন হতে পারবে।

স্লোগান:- অজুহাত দেওয়া বন্ধ করলেই (মার্জ করে দিলেই) বেহদের (অসীমের) বৈরাগ্য বৃত্তি প্রকট (ইমার্জ) হবে।